www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1989) Good-bye to Earth

গুডবাই আর্থ

এই বিশেষ বার্তাটা আমি পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি তাদের সতর্ক করার প্রচেষ্টা হিসাবে। যে কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, আমার ধারণা যেটা অবশ্যই ঘটবে, তারই বর্ণনা পাঠাচ্ছি। ভাবতেও দুঃখ লাগছে যে আমাদের সামনে কী অপেক্ষা করছে। কেউই সেটা নিয়ে আলোচনা করছে না অথচ তা নিয়ে কার না কার চিন্তা করা উচিৎ, যাতে পৃথিবীর মানুষ সব রকম ভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

একুশ শতকের শেষ অর্ধে এসে কক্ষপথে উপনিবেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বারোটি যা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এর প্রত্যেকটাই এক একটা ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী। সবচেয়ে ছোটটার অধিবাসীর সংখ্যা দশ হাজারের মতো আর বড়টাতে বাস করে প্রায় পঁচিশ হাজার বাসিন্দা। আমি নিশ্চিত পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এসব জানে। কিন্তু তোমরা পৃথিবীবাসী নিজেদের বিশাল পৃথিবী নিয়ে এতই মশগুল যে মহাকাশে আমাদের মতো ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের কথা কদাচিৎ মনে পড়ে।

প্রত্যেকটা উপনিবেশই পৃথিবীকে যথাসম্ভব অনুকরণ করে চলেছে। কৃত্রিম মহাকর্ষ তৈরি করার জন্য ঘুরে চলেছে নিজের অক্ষের উপর, দিন-রাত্রি নির্ধারণের জন্য সূর্যের আলোকে নির্দিষ্ট সময় প্রবেশ করতে দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রত্যেকটাতে খামার বা কারখানা বসানর জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে। এমন একটা আবহাওয়ামণ্ডলী তৈরি করা হয়েছে যাতে মেঘ প্রস্তুত হয়। সেখানে আরো আছে শহর, স্কুল আর অ্যাথলেটিকের মাঠ।

আমাদের এমন কিছু আছে যা পৃথিবীর নেই। প্রত্যেক উপনিবেশেই কৃত্রিম মহাকর্ষ বলের তীব্রতা এক এক জায়গায় এক এক রকম। এখানে খুব কম তীব্রতার মহাকর্ষ বল এমন কি কোনো কোনো জায়গা আছে যেখানে

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1989) Good-bye to Earth

মহাকর্ষ বলই নাই। সেখানে আমরা নিজেদের মতো ডানা লাগিয়ে উড়তেও পারি। আবার সেখানে খেলতে পারি ত্রিমাত্রিক টেনিস। এছাড়াও সেখানে প্রচলিত জিমন্যাসটিকও অনুশীলন হয়ে যায়।

এখানে আমরা একটা প্রকৃত মহাশূন্য সভ্যতায় অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে একাধারে আমাদের উপনিবেশটাকে সুদক্ষভাবে পরিচালিত করা আর সেই সাথে পৃথিবী আর আমাদের নিজেদের জন্য মহাশূন্যে কাঠাম প্রস্তুত করা। আমরা মহাশূন্যে কাজ করতে করতে এমন হয়েছে যে মহাকাশযান বা স্পেসস্যুট আমাদের দ্বিতীয় সত্তা বলা চলে। শূন্য মহাকর্ষে কাজ করার অভ্যেস আমাদের সেই ছোটবেলা থেকে।

আবার অন্যদিকে পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা আমাদের নেই। পৃথিবীর মতো আমাদের এখানে আবহাওয়ার তীব্র রূপ নেই। আমাদের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত, প্রচণ্ড শীতও যেমন পড়ে না আবার অসহ্য গরমের কষ্টও নেই। এখানে নেই ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টি পড়ে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিতভাবে যা আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রিত।

এমনকি আমাদের পৃথিবীর মতো বিপদসঙ্কুল ভূখণ্ড নেই। নেই পাহাড়, নেই খাড়াই, জলাভূমিও যেমন নেই সেরকম নেই মরুভূমি। আমাদের এখানে বিপজ্জনক গাছপালা নেই, নেই ভয়ানক প্রাণী বা ক্ষতিকর পরগাছা। কেউ কেউ যেটা অভিযোগ করে সেটা হল এখানে জীবন এত নিরাপদ যে কোনো অ্যাডভেঞ্চারই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তারপরও আমরা নিয়ত মহাকাশে যাতায়াত করি, সেই সুদূর মঙ্গল গ্রহ থেকে শুরু করে এস্টেরয়েড পর্যন্ত। যেটার জন্য পৃথিবীবাসীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত না। আসল কথা হচ্ছে কিছু উপনিবেশবাসী মঙ্গল গ্রহে বসবাসের জায়গা আর এস্টেরয়েড গ্রহাণুগুলোতে খনি খোঁজার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু তা কোনোদিনই সফল হবে না, কেন সেটাই আমি বর্ণনা করছি।

banglainternet.com

এই উপনিবেশগুলোর উৎপত্তি মানবসভ্যতার অজান্তে হঠাৎ করে হয়নি। এমনকি মাত্র এক শতাব্দি আগে প্রিন্সটনের জরার্ড ওনীল আর তার ছাত্ররা প্রথম মানব জাতির জন্য নতুন বসতি স্থাপনের এই পরিকল্পনা করে। তবে বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর লেখকরা বেশ আগেই এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিল।

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1989) Good-bye to Earth

যদিও শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগছে কিন্তু উপনিবেশে যেসব সমস্যা হতে পারে বলে সবাই মনে করেছিল তার সমাধান হয়ে গেছে অথচ নেমে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন এক বিপর্যয়। এসব তৈরি করার খরচ, স্থাপনের সমস্যা, পৃথিবীর মতো আবহাওয়া পরিমণ্ডল, শক্তি সঞ্চয় করা, কসমিক রে থেকে রক্ষা করার বিষয় সবই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো খুব সহজে করা যায়নি যদিও, তবে করা সম্ভব হয়েছে।

সূর্য থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা পাচ্ছি, এমন কি অতিরিক্ত শক্তি আমরা পৃথিবীতেও পাঠাতে পারছি। আমরা আমাদের প্রয়োজনের বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারি, সেভাবেই উদ্বৃত্ত যেটা সেটা পাঠিয়ে দেই পৃথিবীতে। মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের এখানে আছে খরগোশ আর মুরগির মতো ছোট ছোট প্রাণী। আমাদের ধাতু আমরা যোগাড় করি মহাশূন্য থেকে। শুধু চাঁদই এর উৎস না, উল্কা এবং ধূমকেতু থেকেও কায়দা করে এ সব সংগ্রহ করা হয়। আর একবার যখন আমরা এস্টেরয়েডে পৌঁছে যাব (অবশ্য যদি পৌঁছাতে পারি) তখন বাস্তবিকই আমাদের কোনো কিছুর আর অভাব হবে না।

অথচ কেউ কেউ আশংকা করছে এমন এক দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার বিষয় যা সত্যিই আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে টিকে থাকার মতো পরিবেশ বজায় রাখা। প্রত্যেক উপনিবেশ নিজেই নিজে খেয়াল রাখছে। এখানে রয়েছে মানুষ, গাছ, প্রাণী। এ ছাড়াও এতে রয়েছে বাতাস, পানি আর মাটি। প্রতিটা জীবিত জিনিসের সংখ্যাই গুণিতক হারে বেড়ে চলেছে এবং অবশ্যই পরিসংখ্যান রেখে। কিন্তু এই সংখ্যা কোনোমতেই উপনিবেশের ধারণ ক্ষমতার বাইরে যায় না।

আচ্ছা উদ্ভিদ আর প্রাণী না হয় আমরা নিয়ন্ত্রণ করলাম। আমরা না হয় তদারকী করে তাদের জন্মের হার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখলাম। কিন্তু মানুষের বেলায় সেটা কোনো ভাবে সম্ভব না। মানুষের জন্মের হার কখনই মৃত্যুর হারকে ছাড়িয়ে যেতে দেয়া যাবে না। সেই সাথে মৃত্যুর হার যত কম রাখা যায় সব সময় আমরা সেই চেষ্টাই করে যাই। আর এটাই এখানে পৃথিবীর তুলনায় যৌবনহীন একটা সমাজ তৈরি করেছে। এখানে খুব কম সংখ্যক যুবকের দেখা পাওয়া যায়। বেশিরভাগই বয়স্ক বা প্রায় বয়স্ক মানুষ। এটা

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1989) Good-bye to Earth

এখানে এক ধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি করছে। কিন্তু উপনিবেশবাসীদের ধারণা এই চাপের ফলে তারা সমৃদ্ধ হয়েছে। কেননা এখানে যেমন রয়েছে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা সেই সাথে নেই কোনো গৃহহীন, দারিদ্র বা অসহায় মানুষ।

আবার পানি, বাতাস এবং খাদ্য খুব সাবধানতার সাথে রিসাইকেল করা হচ্ছে। আমাদের প্রযুক্তির বেশিরভাগ একান্তভাবে নিয়োজিত ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহার উপযোগী করার জন্য আর শরীর নিসৃত বর্জ্য পদার্থ থেকে পরিষ্কার সার তৈরি করার জন্য। রিসাইকেল প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এমন কথা বলা যাবে না। এমন কি সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললেও আমরা যখন কিছু খাই বা পান করি সেগুলো কিছুটা অরুচিকর লাগেই। পৃথিবীতেও সবকিছু রিসাইকেল হচ্ছে, কিন্তু সেখানে এত বিশাল জায়গা, তাছাড়া প্রাকৃতিক রিসাইকেল পৃথিবীর জন্য এতই অনুল্লেখযোগ্য যে তা মানুষের অলক্ষেই হয়ে যায়।

এ ছাড়াও একটা বড়সড় উল্কা যে কোনো মুহূর্তে উপনিবেশের বাইরের খোলসে আঘাত করে ক্ষতি করতে পারে। ছোট একটা বস্তু তার আকার নুড়ির মতো হলেই যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে, আর মোটামুটি এক ফুটের মতো যে কোনো বস্তু উপনিবেশের যে কোনোটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অবশ্য সৌভাগ্যের কথা এই ধরনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। নিরাপত্তার জন্য এই সব উল্কাপিণ্ড আমাদের কাছে পৌঁছাবার আগেই এদের খুঁজে বের করে গতি পরিবর্তন বা ধ্বংস করে দিতে হবে। আশা করছি এই পদ্ধতি শিঘ্রিই আমরা শিখে ফেলব। তাতে করে আমাদের নিরাপত্তার যে বাড়াবাড়ি আর তার জন্য সবার যে অভিযোগ তা প্রশমিত হয়ে যাবে।

banglainternet.com

মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা আর যদি অক্লান্ত পরিশ্রম করা যায় তাহলেই আমরা আমাদের পরিবেশ ঠিক রাখতে পারি।

প্রতিটা উপনিবেশই এমন কোনো না কোনো জিনিস তৈরি করে যা অন্য উপনিবেশের লোকজন পেতে চায়। সেই সব জিনিসের মধ্যে তা খাবারই হোক আর শিল্পকর্মই হোক তাতে থাকে দক্ষতার ছাপ। আমরা এগুলো দিয়ে পৃথিবীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়তে পারি, আমাদের ইচ্ছা আসলে এই সুযোগ পৃথিবীতে ঘুরতে যাওয়া আর সেখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলো দেখা। পৃথিবীর মানুষ চিন্তাই করতে পারবে না নীল দিগন্ত রেখা, সত্যিকার সমুদ্র

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1989) Good-bye to Earth

বা বরফের চূড়াওয়ালা পাহাড় দেখার জন্য আমরা কেমন ব্যাকুল হয়ে থাকি।

তাতে করে পৃথিবী আর উপনিবেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত চলতেই থাকবে। প্রত্যেক উপনিবেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ভারসাম্য আছে, অবশ্য পৃথিবীতেও তাই, কিন্তু এই দিনেও উপনিবেশগুলোর আবহাওয়ামণ্ডলী পৃথিবীর মতো এত উন্নত স্তরে পৌঁছান সম্ভব না।

আমাদের নিজস্ব কীট-পতঙ্গ রয়েছে যা আমাদের পরিবেশের সাথে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি হঠাৎ করে অন্য উপনিবেশ অথবা পৃথিবী থেকে কোনো আগন্তুক কীট-পতঙ্গ আমাদের এখানে ঢুকে পড়ে তাহলে কি হবে ?

উটকো একটা কীট, একটা পোকা বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী আমাদের পরিবেশ তছনছ করে দিতে পারে যা আসলে আমাদের গাছপালা বা প্রাণীর উপর এক বিরাট হুমকী। ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য আমাদের উপনিবেশের প্রতিটি জিনিস গুনে গুনে রাখতে হয়। বেশি হয়ে গেলে তা ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। কোনো কোনো কীট-পতঙ্গ হয়তো তার নিজের উপনিবেশের জন্য নিরীহ আর যদি পৃথিবীতে থাকে তাহলে হয়তো তার ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেলেও কিছু হবে না কিন্তু সেটাই যদি অন্য কোনো উপনিবেশে থাকে তাহলে বিশাল সমস্যা। ফলে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে মাসাধিক কাল সময় লাগিয়ে হলেও শেষ কীটটাকে খুঁজে বের করা হয়।

আরো খারাপ হবে যদি ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা প্রোটজোয়ার মতো সামান্য জিনিসও এখানে ঢোকে, তাহলে ? আর যদি এরা রোগবালাই উৎপন্ন করে তাহলে পৃথিবীর নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। অথচ এক উপনিবেশের রোগের আক্রমণ অন্য উপনিবেশের ঠেকানর কোনো ক্ষমতাই নেই।

যদি কখন সেরকম কিছু হয় তাহলে উপনিবেশের সমস্ত শক্তি ব্যয় করা হয় সিরাম তৈরি বা আমদানি করার কাজে যাতে দ্রুত প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান যায়। আর রোগ যদি ছড়ানর মতো পর্যায়ে পৌঁছেই যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে হয়। তবে হতাহতের ঘটনা পুরোপুরি ঠেকান যায় না।

banglainternet.com

স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার দাবীতে সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। এর ফলে এক উপনিবেশ থেকে কোথাও গেলে বা অন্য উপনিবেশ থেকে ফেরার সময় ভালো মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ঢুকতে দেয়া হয় না। তাদের ব্যাগ থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। লুকান কোনো জীবাণুর সংক্রমণ হয় কিনা তা দেখার জন্য কিছুদিন তাদের আলাদা করে রাখা হয়।

তদুপরি ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক তার পরোয়া না করে, উপনিবেশের অধিবাসীরা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে জেনেও পৃথিবীবাসিদের দেখার জন্য জীদ ধরে। পৃথিবী এমন জায়গা যেখানে মারাত্মক জীবাণু আর পরজীবীর আবাসভূমি। অথচ পৃথিবীবাসিদের সাথেই উপনিবেশবাসিদের বেশি যাতয়াত চলে। সমস্ত উপনিবেশেই এক দল লোক আছে যারা চায় পৃথিবীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং এই দাবী তারা মাঝে মাঝে বেশ তীব্র ভাবেই জানায়।

এই বিপদজ্জনক কথাটাই আমি পৃথিবীবাসিদের জানিয়ে সতর্ক করতে চাই। পৃথিবীবাসিরা উপনিবেশের অধীবাসীদের মনে ধীরে ধীরে এই ভাবে অবিশ্বাস এমনকি ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে।

যতক্ষণ পৃথিবী থেকে আমাদের দূরত্ব কয়েক শ বা কয়েক হাজার মাইল ততক্ষণ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হাস্যকর। পৃথিবীর প্রতি লোভ বা পৃথিবীর আকর্ষণ প্রবল। সুতরাং এখন সবাই বলাবলি করছে, যদিও এখন তা কানাঘুষার মতো কিন্তু অচিরেই তা জোরে-সোরে শুরু হবে, আর সেটা আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি সেটা হল এই সৌরজগত ছেড়ে যাওয়ার কথা।

banglainternet.com

প্রতিটি উপনিবেশে মাইক্রোফিউশান মটরের মাধ্যমে পরিচালনা প্রযুক্তির সাজসরঞ্জাম রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সৌরজগতের মধ্যে রয়েছি ততক্ষণ পর্যাপ্ত সৌরশক্তি আমরা পাচ্ছি, কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হলে সূর্য দূরে চলে যাবে ফলে তা দিয়ে তখন আমাদের আর কাজ হবে না। তখন আমরা হাইড্রোজেন ফুয়েলের জন্য ছোট ছোট ধূমকেতু ধরে কাজ চালাব।

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1989) Good-bye to Earth

তখন প্রতিটি উপনিবেশ পৃথিবীকে বিদায় জানাবে। তখন এগুলো তারাদের মাঝে অকল্পনীয় শূন্যতার মাঝে এক একটা স্বাধীন জগৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কে জানে হয়তো একদিন, হতে পারে লক্ষ বছর পরে কোনো একটা উপনিবেশ পৃথিবীর মতো কোনো একটা জগৎ খুঁজে পাবে। হয়তো খালি অবস্থায় পড়ে আছে যেখানে সেটা জনবসতি গড়তে পারবে।

কিন্তু পৃথিবীকে আমি যে ব্যাপারে সতর্ক করতে চাই তা হল উপনিবেশগুলো একদিন তাদের ত্যাগ করে চলে যাবে। তোমরা যদি আবার এ ধরনের উপনিবেশ আবার তৈরি কর তাহলে আবার তারা তোমাদের ছেঁড়ে চলে যাবে। আর এইভাবে তোমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়াদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তারা সারা গ্যালাক্সি জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের এটুকুই সান্তনা যে এখান থেকে চলে গিয়ে তারা সারা গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনুবাদ: সাজ্জাদ কবীর

banglainternet.com